Subject: Bangali **Class: X**
Teacher: Moumita Basak **Lesson No.: 1**

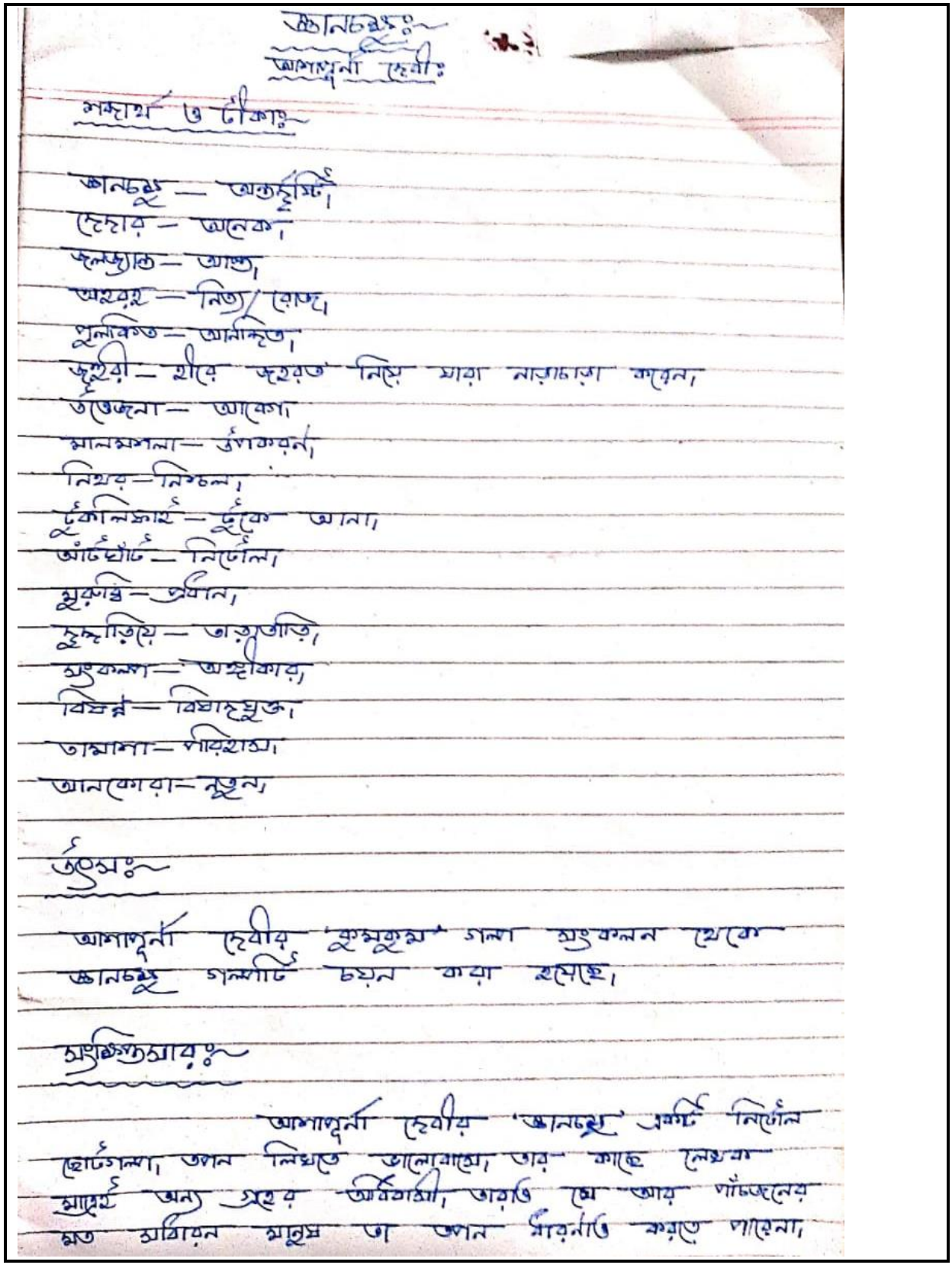

জ্ঞানচক্ষুঃ
আশাপূর্ণা দেবীঃ

শব্দার্থ ও টীকাঃ

জ্ঞানচক্ষু — অন্তর্দৃষ্টি।
ঢের — অনেক।
জলজ্যান্ত — আস্ত।
অহরহ — নিত্য/ রোজ।
পুলকিত — আনন্দিত।
জহুরী — হীরে জহরত নিয়ে যারা নাড়াচাড়া করেন।
উত্তেজনা — আবেগ।
মালমশলা — উপকরণ।
নিথর — নিশ্চল।
টুকলিফাই — টুকে আনা।
আঁটঘাঁট — নিটোল।
মুরুব্বি — প্রধান।
তুড়িয়ে — তাড়াতাড়ি।
সংকল্প — অঙ্গীকার।
বিষণ্ণ — বিষাদযুক্ত।
তামাশা — পরিহাস।
আনকোরা — নতুন।

উৎসঃ

আশাপূর্ণা দেবীর 'কুমকুম' গল্প সংকলন থেকে জ্ঞানচক্ষু গল্পটি চয়ন করা হয়েছে।

সংক্ষিপ্তসারঃ

আশাপূর্ণা দেবীর 'জ্ঞানচক্ষু' একটি নিটোল ছোটগল্প। তপন লিখতে ভালোবাসে, তার কাছে লেখকরা মাত্রই অন্য গ্রহের অধিবাসী, তারাও যে আর পাঁচজনের মত সাধারণ মানুষ তা তপন ধারণাও করতে পারেনা।

কিন্তু তার যে ভুল ভাঙে তার সদ্য বিবাহিতা ছোট মাসির স্বামী ছোট মেসোকে দেখে। লেখক হওয়া সত্ত্বেও যিনি কিনা তপনের বাবা, ছোট মামা বা মেজকাকুর মত সিগারেট খান, দাড়ি কামান, ঘুমোন কিংবা স্নান করেন। কিন্তু লেখক হওয়ার সুবাদে তপনের মনে ছোট মেসোমশাই একটা বিশেষ প্রকার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়।

অনেক দিনের স্বপ্ন তপন একজন লেখক হবে— তার গল্প পত্রিকায় ছাপা হবে বা বই আকারে প্রকাশিত হবে। তাই নিজের লেখা একটি গল্প ছোটো মাসির মাধ্যমে ছোট মেসোর কাছে পৌঁছায়। ছোটো মেসো তপনকে খুশি করতেই গল্পটির প্রশংসা করেন এবং কাগজে ছাপিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দেন।

এরপর বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হয়। অধীর আগ্রহে তপন অপেক্ষা করতে থাকে গল্পটির প্রকাশের জন্য। অবশেষে তপনের অপেক্ষার অবসান হয়। একদিন ছোটমাসী ও মেসোর আগমন হয় 'সন্ধ্যাতারা' পত্রিকাটি হাতে নিয়ে যাতে কিনা তপনের গল্পটি প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু গল্প পড়ে তপনের 'জ্ঞানচক্ষুর' উন্মীলন ঘটে। নিজের গল্প তপন নিজেই চিনে উঠতে পারেনা। তার লেখা গল্পের উপর নির্বিচারে কলম চালিয়ে আগাগোড়া বদলিয়ে ফেলা হয়েছে। এরকম হবে জানলে তপন কখনোই গল্পটি মেসোমশাইকে ছাপার জন্য দিত না।

নামকরণের তাৎপর্য:-

সাহিত্যে নামকরণ একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়, সাধারনভাবে নামকরণ করা হয় বিষয়বস্তু, চরিত্র বা অন্তর্নিহিত ভাব অনুযায়ী, আবার কখনো তা হয় ব্যঞ্জনাধর্মী,

আশাপূর্না দেবীর 'জ্ঞানচক্ষু' গল্পের নামকরণটি মূলত ব্যঞ্জনাধর্মী, 'জ্ঞানচক্ষু' কথাটির অর্থ অন্তর্দৃষ্টি, আলোচ্য গল্পের শেষে তপনের অন্তর্দৃষ্টি ফুটে উঠেছে, বই পড়ার নেশা ছিল তপনের অদম্য, লিখলেও সে ভালোবাসত, ছোট পিসেমশাই-এর লেখা দেখে তপন উৎসাহিত হয়, তাই তার লেখা সে ছোট মেসোকে দিয়েছিল 'সন্ধ্যাতারা' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য, ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হবার পর তপন দেখতে পায় তার গল্পের আদ্যোপান্ত বদলে দেওয়া হয়েছে, লেখাটি তার নিজের কিনা তাই সে বুঝে উঠতে পারেনা, তপন মর্মাহত হয়, তাই নিজের লেখা পড়তে গিয়ে অন্যের লেখা পড়ে তপনের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়, তাই গল্পের বিষয়বস্তুর বিচারে নামকরণ যথার্থ সার্থক হয়েছে বলা যায়,

---

Short-Questions:-

(1) কার চোখ মার্বেল হয়ে গিয়েছিল?
উঃ- 'জ্ঞানচক্ষু' গল্পের প্রধান চরিত্র তপনের চোখ মার্বেল হয়ে গিয়েছিল,

(2) লেখালেখি ছাড়া তপনের নতুন মেসোর পেশা কী?
উঃ- লেখালেখি ছাড়া তপনের নতুন মেসোর পেশা তিনি কলেজের একজন প্রফেসার,

(3) তপনের লেখা গল্পটির নাম কী?
উঃ- গল্পটির নাম 'প্রথম দিন,'